মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যায় সম্পৃক্ততা স্বীকার দেশটির ৪ সেনা সদস্যের

পুলিশ অভিযোগ তদন্ত কমিশন (পিসিআইসি) গঠন করতে আইজিপিসহ ৩ জনকে নোটিশ

মেজর (অব.) সিনহা হত্যাকান্ডের তদন্ত প্রতিবেদন জমা, ১৩ দফা সুপারিশ

Southeast Journal

In Search of the Truth

VOLUME 2 □ ISSUE 9 □ SEPTEMBER 2020

পাহাড়ে অসহায় নারীদের আশ্রয়কেন্দ্র শেফালিকার গল্প

Southeast Journal

In Search of the Truth

সূচীপত্র

৩ পাহাড়ে অসহায় নারীদের আশ্রয়কেন্দ্র শেফালিকার গল্প

৬ পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণ: প্রচারণা ও বাস্তবতা

৮ ৩০ হাজার টাকার ফ্রিজ চালাতে দেড় লাখ টাকার সোলার!

৯ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যায় সম্পৃক্ততা স্বীকার দেশটির ৪ সেনা সদস্যের

১১ রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদ ও ইউপিডিএফ (প্রসীত)কে নিষিদ্ধের দাবি

১৩ পুলিশ অভিযোগ তদন্ত কমিশন (পিসিআইসি) গঠন করতে আইজিপিসহ ৩ জনকে নোটিশ

১৪ ভাসানচরে রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদল, অবকাঠামো ও পরিবেশ দেখে স্বস্তি রোহিঙ্গা নেতাদের

১৬ মেজর (অব.) সিনহা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদন জমা, ১৩ দফা সুপারিশ

১৮ পাকুয়াখালী গণহত্যা দিবসে পাহাড়জুড়ে দোয়া মাহফিল, বিচার দাবি

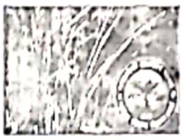

২১ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঁশের চারা প্রকল্প, অস্তিত্ব না থাকলেও খাতা-কলমে গতি

২৩ খাগড়াছড়ির আলুটিলায় ঝর্ণার পানিতে ডুবে প্রাণ গেল উপজাতি স্কুল ছাত্রের

২৪ রাঙামাটির নানিয়ারচরে উপজাতি সন্ত্রাসীদের গুলিতে চা দোকানী নিহত, প্রতিবাদ

২৬ বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে বিজিবির অভিযানে দুই দফায় বিপুল পরিমান অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার

২৭ বাঘাইছড়িতে উপজাতি সন্ত্রাসীর হামলায় বাঙ্গালী নারী আহত, জুতাপেটা ও চিকিৎসা খরচের বিনিময়ে সমাধান

২৮ বিজিবির অভিযানে যশোর সীমান্ত হতে বিপুল পরিমান ভারতীয় অস্ত্র, গুলি ও গাঁজাসহ আটক ৩

২৯ ডজনখানেক দেশে সামরিক লজিস্টিক সুবিধা জোরদারের চেষ্টা চীনের, মিয়ানমার-পাকিস্তানে সামরিক ঘাঁটি

৩০ অরুণাচল থেকে ৫ ভারতীয়কে তুলে নিয়ে গেছে চীন সেনারা

৩১ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে নিজ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভর্তুকি দিবে জাপান

আমাদের কথা...

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত এবং এর আশে পাশের এলাকাগুলো সম্পর্কে নিকট অতীতেও ঠিক সময়ে খবর পাওয়া যেত না। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্গমতাই ছিলো এর প্রধান কারণ। সময়ের সাথে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। গত এক দশক ধরে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য আধুনিক উপকরণ পার্বত্য এলাকায় আসার পর এ অঞ্চলের মানুষ উন্নতির স্বাদ পেতে শুরু করেছে। কিন্তু তারপরেও অপ্রাপ্তির ঝুলি একবারে ছোট নয়। আঞ্চলিক দলগুলোর সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজিতে এ অঞ্চলের মানুষ অতিষ্ট। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলেও এ অঞ্চলের মানুষের সঠিক তথ্য প্রাপ্তির অধিকার পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। এ অঞ্চলের মানুষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একপেশে খবর পেয়ে থাকে। একই সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষও এই অঞ্চল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পায়না। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ এবং সঠিক তথ্য সকলের মাঝে পৌঁছে দিতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এ অঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাগুলোর পাশাপাশি করোনা মহামারির প্রভাব নিরাপত্তাবাহিনী এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ও সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। প্রতিনিয়ত যেসকল সংবাদ সাউথইস্ট জার্নালের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তার পাশাপাশি এই সংখ্যায় করোনার প্রভাবও গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে।

বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় অনলাইন দৈনিক আপডেট দেয়া ছাড়াও প্রতি মাসে এই রকম ম্যাগাজিন আপনাদের কাছে তুলে দেবার প্রচেষ্টা আমাদের থাকবে। আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা এবং উপদেশ আমাদের উন্নতি করতে সাহায্য করবে।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

সম্পাদক
সাউথইস্ট জার্নাল

পাহাড়ে অসহায় নারীদের আশ্রয়কেন্দ্র শেফালিকার গল্প

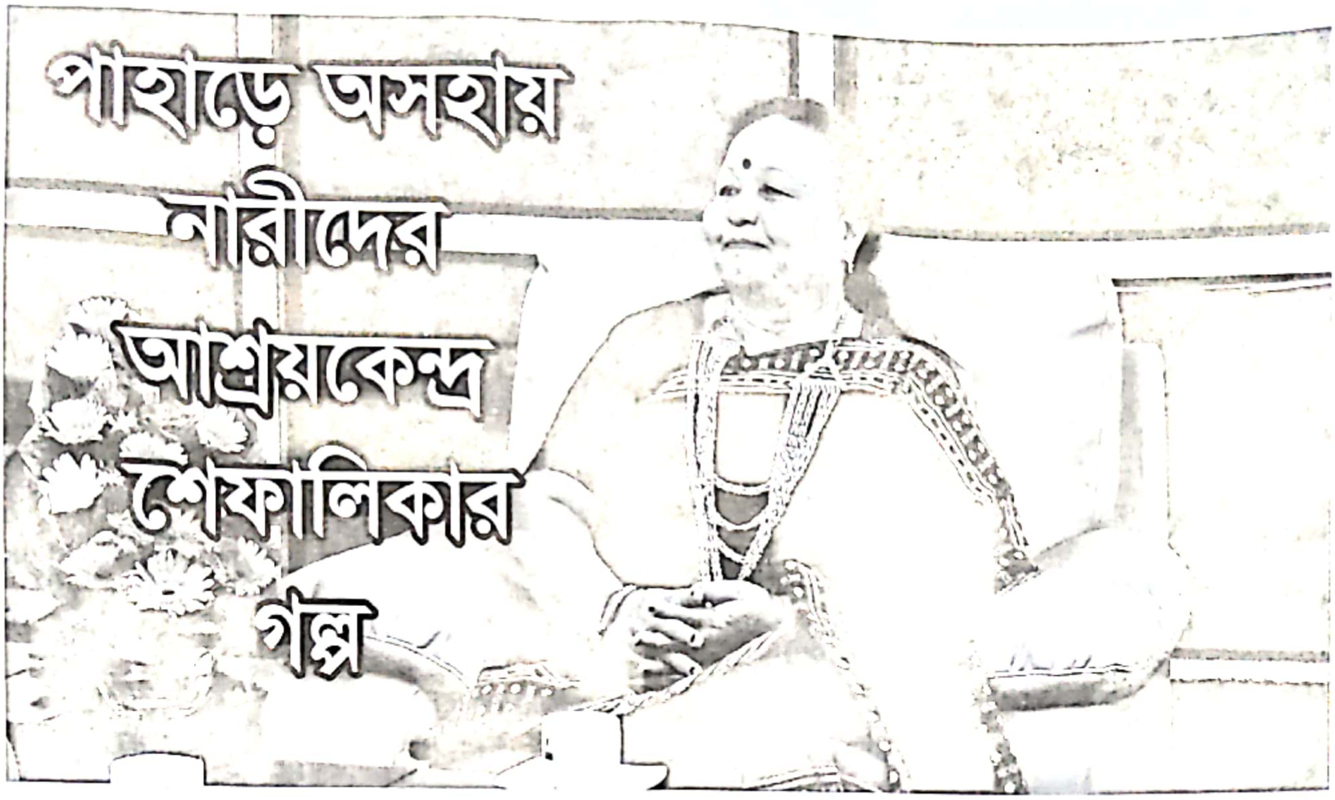

মোঃ সাইফুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি

প্রাচীনকাল থেকেই নারীর ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন একরকম অনিবার্য হিসেবেই চলে আসছে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিদিনকার ঘটনা। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে পদে পদে নির্যাতিত হচ্ছে নারী। বর্তমানে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ভয়াবহ দিকটি কত প্রকট হয়ে উঠছে তা প্রতিদিনকার সংবাদপত্রের পাতা খুললেই আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয়। প্রতিনিয়ত নারীরা ধর্ষণ, গণধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন এমনকি হত্যার শিকার হচ্ছে। ধর্ষণের পাশাপাশি হত্যা ও আত্মহত্যার প্রবনতাও বাড়ছে। বাড়ছে ব্যাপক মাত্রায় পারিবারিক নির্যাতন। অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামেও বাঙ্গালী সমাজ ও পাহাড়ী সমাজে শোষিত হয়ে আসছে নারীরা। পাহাড়ী সমাজে তথাকথিত প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থার দোহাই দিয়ে যুগের পর যুগ চলছে নারী নির্যাতন। আর এসব নির্যাতন, সহিংসতা ও নিপীড়ন প্রতিরোধে উপজাতি শাসিত গ্রামের এক গৃহবধু শেফালিকা ত্রিপুরা সম্পূর্ণ একক ভাবে পুরো পাহাড় জুড়ে গড়ে তুলেছেন এক সুবিশাল নেটওয়ার্ক। যার মাধ্যমে পাহাড়ে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে বুঝতে শিখেছে, প্রতিরোধ করতে শিখেছে নির্যাতন আর সহিংসতা।

খাগড়াছড়ি জেলা শহরের প্রবেশদ্বার চেঙ্গীসেতু লাগোয়া ছিমছাম একটি বাড়ি। এটি শুধু বাড়ি নয়, আশ্রয়কেন্দ্রও। নির্যাতিত, নিপীড়িত ও সহিংসতার শিকার নারী-শিশুর নিরাপদ ঠিকানা। বিপদে পড়লেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সবাই ছুটে যান ওই বাড়ির মানুষের কাছে। বিপদগ্রস্তদের নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিতেই যেন অপেক্ষায় থাকেন তিনি। তাঁর নাম শেফালিকা ত্রিপুরা, স্বামী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।

১৯৬০ সালের ৬ ডিসেম্বর পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী মাটিরাঙা উপজেলার তৈইলাইফাং গ্রামে জন্ম শেফালিকার। বাবা গোপালকৃষ্ণ ত্রিপুরার চাকরিসূত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় যেতে হলেও দুর্গম ঐ গ্রামে থাকতেই দেখেছেন নানা সংকট আর সহিংসতার চিত্র। কাছ থেকে দেখা হয়েছে নারীদের প্রতি নানা নির্যাতন আর অবর্ণনীয় অবহেলার দৃশ্য। এর মধ্যেই বেড়ে উঠা তাঁর। ঐ এলাকায় কঠিন বাস্তবতার মুখেও নারীদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম দেখেছেন। দীর্ঘসময় ধরে এক চালার নিচে সংসার করেও এক কাপড়ে ঘর ছেড়ে বের হওয়ার ঘটনায় নাড়া দেয় তাঁকে। ছোটবেলায় সপ্তম শ্রেনীতে পড়ালেখা করার সময় নিজ বাড়ির পাশের এক ত্রিপুরা গৃহবধুর বঞ্চনা দেখে শিউরে উঠেন শেফালিকা। দীর্ঘ ১৭ বছর সংসার করার পরেও স্বামীর একক সিদ্ধান্তে কিভাবে একটি উপজাতি সাধারণ মেয়ের সংসার ভাঙে, কিভাবে সোনার সংসার বিষাক্ত হয়ে উঠে তা নিজ চোখেই প্রত্যক্ষ করেন তিনি। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন এভাবে তো সবকিছু অন্যায় দেখেও চুপ করে থাকা যায় না। কিন্তু কি আর করা, তিনি নিজেই তখন একজন ছাত্রী। তবুও মনের মধ্যে পুষে রাখেন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবল ইচ্ছা।

মাধ্যমিক পর্যন্ত জেলার মাটিরাঙার তবলছড়ি কদমতলী উচ্চ বিদ্যালয়ে (টি কে স্কুল) পড়াশোনা করেন শেফালিকা ত্রিপুরা। অপ্রত্যাশিতভাবে কম বয়সে বিয়েও হয় তাঁর। ১৯৭৭ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেন। শিক্ষক স্বামী অনিন্দ্র ত্রিপুরার বিশেষ আগ্রহে লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক কাজকর্মেও জড়িয়ে যান। অবশ্য মা মঙ্গলপ্রভা ত্রিপুরা আর বাবা গোপালকৃষ্ণ ত্রিপুরার উৎসাহ না পেলে আজকের শেফালিকা ত্রিপুরা হওয়া সম্ভব ছিল না বলে মনে করেন তিনি। স্বামীর চাকরিসূত্রে ১৯৮৪ সালে জেলার দীঘিনালায় গিয়ে নারীদের নিয়ে প্রথম সমিতি গড়ে তোলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নারী ও শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও বিসিকের সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁর কর্ম তৎপরতায় গতি আসে। ১৯৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সহিংসতার মধ্যেও সমিতির কার্যক্রম থামেনি। পরিস্থিতির কারণে জেলা সদরের খাগড়াপুরে চলে এসে পুনরায় নারীদের সংগঠিত করেন শেফালিকা ত্রিপুরা।

শেফালিকা ত্রিপুরার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, খাগড়াপুর ত্রিপুরা মহিলা কল্যাণ সমিতি নামে সংগঠনটি রেজিস্ট্রেশনকালে বাধ্যবাধকতার কারণে ত্রিপুরা শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর জাতীয় বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কাজ করে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটলে ২০০৩ সালে ডানিডার 'কমিটমেন্ট লেটার' লাভ করার ফলে সহজেই এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন মেলে। সেই থেকে শেফালিকা ত্রিপুরা ও তাঁর সহকর্মীরা নারী অধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, সামাজিক দ্বন্দ্ব উত্তরণ ও কাউন্সিলিংসহ নানা বিষয়ে দেশে-বিদেশে প্রচুর প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। দুর্বার নেটওয়ার্ক, উইমেন্স রিসোর্স নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ছাড়াও কয়েকটি সংস্থার সাথে সংযুক্ত হয়ে নারীকর্মী শেফালিকা ধীরে ধীরে হয়ে উঠেন নারীনেত্রী। নারী অধিকার সংগঠকও।

বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে শীর্ষ নারী এনজিও শেফালিকা ত্রিপুরার খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি। ওই সংগঠনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ও সভানেত্রী, তিনি উইমেন্স রিসোর্স নেটওয়ার্কের সমন্বয়ক ও মালেয়ার নির্বাহী সদস্য। ইতিমধ্যে জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভারত, নেপালসহ বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। স্টাডি ট্যুরে শিখেছেন নারী ও শিশু অধিকারের নানা বিষয় আর কৌশল। দূর দূরান্তের বাড়িতে গিয়েও তিনি খোঁজ নেন সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের। জেলার কোথাও কিছু ঘটতেই খবর যায় শেফালিকা ত্রিপুরার কাছে। সাংবাদিক জানার আগেও তিনি জেনে যান! নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় তিনি এতটাই ব্যতীত হন, নির্যাতিতার জন্য কিছু না করে ঘরে ফিরেন না। এলাকার পুলিশ, সাধারণ মানুষ থেকে সংবাদকর্মীরা সকলের কাছেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। সুবিধাভোগীদের কাছে তিনি নানা উপাধিতে ভূষিত হলেও খাগড়াছড়িতে তাঁকে সবাই চিনেন 'নারী অধিকারে নিবেদিত প্রাণ' হিসেবেই। অসহায় নারীদের কথা শুনে কাউন্সিলিং, সমঝোতা বা সমন্বয় করে দেয়াই যেন তার মূল কাজ। জীবনের অধিকাংশ সময়টুকুই ব্যয় করলেন নারী উন্নয়নে। নারীর ক্ষমতায়নে তার অবদান অনস্বীকার্য বলে জানেন অন্য নারী অধিকার কর্মীরাও। নিজের ছেলে-মেয়েদেরও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন, তবে তারা সুযোগ থাকার পরেও বিলাসিতার জীবনে পা দেয়নি। মায়ের সাথেই বেঁছে নিয়েছেন কর্দমাক্ত এই পথ।

শেফালিকা ত্রিপুরার নিজের ঘরই যেন নির্যাতিত নারীদের অভয়াশ্রয়। কী বাঙালি, কী পাহাড়ি; সবার ঠিকানা একটিই। মর্তরিকা ত্রিপুরা স্বামীর দ্বারা প্রতারণার শিকার হয়ে গত দশ বছর ধরে থাকছেন শেফালিকা ত্রিপুরার বাড়িতে। এক সন্তান নিয়ে নিজের ঘরের মতো থাকেন এখানে। লেখাপড়াও শিখছেন মর্তরিকা। এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। হাসিনা বেগমের বাড়িও যেন এটি। যৌতুক না দেওয়ায় তাঁর মেয়ে হালিমা বেগমকে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন সাত বছর আগে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। ওই ঘটনায় একদিকে আদালতে মামলা পরিচালনা, অন্যদিকে হাসিনা বেগমের নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ বাড়িতেই রেখেছেন নারী অধিকার নেত্রী শেফালিকা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করার সুযোগে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনৈক দোকানদারের সাথে একসঙ্গে ছিলেন বাক প্রতিবন্ধী নিলুফা বেগম। পরে সমঝোতার মাধ্যমে বিয়ে করলেও ছেড়ে চলে যায় প্রতারক দোকানদার। জেলার মাটিরাঙা উপজেলার গুমতি ইউনিয়নের এই বাক প্রতিবন্ধীর যখন কোনো অভিভাবক ছিল না, আদালত তাঁকে অভিভাবক হিসেবে শেফালিকা ত্রিপুরার হাতে তুলে দেন। প্রতিবন্ধী নিলুফা বহুদিন ছিলেন ওই বাড়িতে। অন্যদিকে সীমা সাহা (ছদ্মনাম) মায়ের জোরাজোরিতে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম নিবাসী জনৈক লিটন সাহাকে (ছদ্মনাম) বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকে নানা শারীরিক নির্যাতনের কারণে স্বামীকে ডিভোর্স দিতে বাধ্য হয় মেয়েটি। পরবর্তীতে সামাজিক বিচারে বাড়িতে ফিরলেও মায়ের মানসিক নির্যাতন সইতে না পেরে আদালতের শরণাপন্ন হন। মায়ের বাড়ি নিরাপদ মনে না করায় নারীনেত্রী শেফালিকার বাড়িতে ঠিকানা হয়েছে সীমা সাহার। গত এক বছর ধরে সেখানেই থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি পার্লার ও কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তিনি। সরকারের আইনি সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইনের আওতায় বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে চলছে তাঁকে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া, এসবের সমন্বয় করছেন শেফালিকা।

এর বাইরেও খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে উপজাতি ৪ যুবক কর্তৃক উপজাতি ৪ যুবতীকে ধর্ষন, জেলা সদরের ৯মাইল এলাকায়

কৃত্তিকা ধর্ষনের পর হত্যা, সম্প্রতি রামগড়ে এক উপজাতি কিশোর কর্তৃক নাবালিকা এক উপজাতি মেয়েকে ধর্ষনের ঘটনায় সোচ্চার ছিলেন এই নারী জাগরনের পুরোধা শেফালিকা ত্রিপুরা।

মর্তুরিকা, হাসিনা ও সীমার মতো আরো অসংখ্য নির্যাতিত, নিপীড়িত নারীর অভিভাবক শেফালিকা ত্রিপুরা। ইতিপূর্বে এমন অনেককে আশ্রয় দিয়েছেন। দিয়েছেন আইনি পরামর্শ। নারীর হাজারো বাধা উতরাতে পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। কখনো কখনো আদালতই ঘটনার শিকার নারীদের শেফালিকা ত্রিপুরার হেফাজতে দেন। চুরির ভুয়া মামলায় গ্রেপ্তার এক নারী এবং জেলা সদরের জনৈক চিকিৎসক দম্পতির সন্তানকেও তাঁর হেফাজতে দিয়েছিল আদালত।

নারী অধিকার রক্ষা ও ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখায় ইতিমধ্যে সম্মাননা পেয়েছেন এই নারী অধিকার সংগঠক। ২০১৩ সালে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারিভাবে 'জয়িতা' পুরস্কারে ভূষিত হন। এর আগে ২০০৬ সালে সামাজিক কাজে ভূমিকার কারণে 'অনন্যা শীর্ষদশ' লাভ করেন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের গুণীজন সম্মাননাও পেয়েছেন তিনি। অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সর্বশেষ উইমেন ইন্ট্রাপ্রেনিউরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব) এর পক্ষ হতে সম্মাননা পান শেফালিকা ত্রিপুরা। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নারীদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়। আরো বেশ কয়েকটি সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেন শেফালিকা।

আলাপচারিতায় বয়সের ভারে কিছুটা ক্লান্ত নারীনেত্রী শেফালিকা ত্রিপুরা বলেন, 'বিশেষত শিক্ষা-দীক্ষাহীনতার মাঝে জুমচাষ করে অভাবের সংসার, বাল্যবিয়ে আর নানা পারিবারিক অশান্তি দেখে তাড়িত হয়েছি। জেলা সদরের খাগড়াপুরে শতাধিক নারীকে একত্রিত করে গড়ে তুলি সংগঠন।' শেফালিকা ত্রিপুরা বলেন, 'আমার ধ্যানে-জ্ঞানে নারীকল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এছাড়া সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীদের বিভিন্ন অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য জোরালো ভূমিকা রাখতে পারলেই ভালো লাগে।' তিনি জানান, খাগড়াছড়িতে তাঁর মতো আরো অনেক নারীকর্মী নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কাজ করছেন। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান শেফালিকা। বিশেষত বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জোটসমূহকে আরো শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন তিনি। তিনি আরো জানান, পাহাড়ের নারীরা আজ রাজনীতি বেশ এগিয়ে গেলেও পাহাড়ে প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি পাহাড়ী সমাজ। আর তাই রাজনীতির বাইরে থেকেই তার এ পথাচলায় তিনি পাহাড়ে গড়ে তুলতে চান নারী-পুরুষের সমতা ভিত্তিক একটি সুন্দর বৈষম্যহীন সমাজ।

নারী ও শিশুর সামগ্রিক অধিকার আদায়ে শেফালিকা ত্রিপুরা একজন অগ্রজ মানুষ। যাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো বহু উপাদান পাওয়া যায়। বিশেষত নিপীড়িত নারীদের আশ্রয় দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাঁর অসীম ধৈর্য, সহনশীলতা ও একাগ্রতা রয়েছে। নিজের অসুস্থতার মধ্যেও তিনি অদম্য মানসিক শক্তি নিয়েই নারী অধিকারে কাজ করেন।

Southeast Journal

In Search of the Truth

অনুগ্রহপূর্বক আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে ঘুরে আসুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন

YouTube.com/channel/UC0mjHwdkbFx2A7ztHMf8mvw?view_as=subscriber

"আমরা চেষ্টা করবো মানসম্মত ভিডিও চিত্র নিয়ে আপনাদের পাশে থাকতে"